দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR. 15 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

খুলনায় বিএল ভার্সিটি কলেজ মাঠে সন্ত্রাসীদের গুলীতে ছাত্রদল নেতা নিহত ঃ হাসপাতাল ও গাড়ী ভাঙচুর

খুলনা ব্যুরো ঃ গত শনিবার রাতে নগরীর দৌলতপুর থানার বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে ছাত্রদল নেতা রফিকুল ইসলাম (২৫) কে অস্ত্রধারীরা গুলী করে হত্যা করেছে। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার ও হত্যার মোটিভ উদ্ধার করতে পারেনি।

পুলিশ ও কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্রদের কাছ থেকে জানা যায়, ছাত্রদল বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক, অতি বিনয়ী ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছাত্রনেতা রফিকুল ইসলাম তার বন্ধুদের সাথে দৌলতপুর বাজার এলাকা থেকে ছাত্রবাসে যাচ্ছিল। রাত ১০ টায় সে কলেজ মাঠ অতিক্রম করার সময় মাঠের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছালে একদল অস্ত্রধারী রফিকের পেছন থেকে পিঠ লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। গুলী তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এ সময় সশস্ত্র অস্ত্রধারীরা প্রশাসন ভবনের পাশ দিয়ে আরো কয়েক রাউন্ড গুলী ছুঁড়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। রফিককে দ্রুত মেডিকেল কলেজ নিয়ে আসলে রাত সাড়ে ১১টার সময় অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে সে মারা যায়।

মৃত্যুর খবর শুনে হাসপাতালের দরজা জানালা ভাঙচুর করে। এ সময় দাঙ্গা পুলিশ হাসপাতারের কলাপসিবল গেট বন্ধ করে দেয়।

মৃত্যুর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পর দৌলতপুর এলাকা কলেজ ক্যাম্পাসসহ সারা খুলনায় শোকের ছায়া নামে। উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে দৌলতপুরসহ বিভিন্ন এলাকায়। নিহত রফিক বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রসায়ন বিভাগে শেষ বর্ষের ছাত্র। অনার্স শেষ বর্ষের পরীক্ষা চলছে এবং আর মাত্র ২টি পরীক্ষা বাকী আছে। মেধাবী ও জনপ্রিয় ছাত্র রফিকের বাড়ী সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ থানার বাঁশতলী মুকুন্দপুর গ্রামে। উদীয়মান সদালাপী ছাত্র নেতা রফিক বিএল কলেজ ছাত্রদলের একজন সার্বক্ষণিক মাঠকর্মী হিসেবে পরিচিত। সে তিতুমীর হলের ১১২ নং রুমে থাকত।

বেলা সোয়া ১২টায় রফিকের প্রথম নামাজে জানাজা দৌলতপুরে বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার ছাত্র জনতা এই জানাজায় অংশ নেয়। জোহর বাদ তার লাশ মহানগরীর মহারাজ চত্বরে আনা হয়। এখানে বিএনপির উদ্যোগে দ্বিতীয় দফায় জানাজা সম্পন্ন করা হয়। বিপুলসংখ্যক দলীয় নেতা কর্মীর পাশাপাশি শত শত জনগণ এতে অংশ নেয়। জানাজার পূর্বে উত্তেজিত জনতা নগরীতে কয়েকটি গাড়ী ভাঙচুর করে। তার লাশ বিকেলে মাইক্রোযোগে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ এ ঘটনায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি। থানায় কোন মামলা হয়নি। উল্লেখ্য, এ নিয়ে সরকারী বিএল কলেজে গত '৯২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৭ জন প্রভাবশালী ছাত্রনেতা নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ছাত্র সংসদের জিএস মুন্সী আব্দুল হালিম, সাহিত্য সম্পাদক শেখ রহমত আলী, ছাত্রনেতা আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী, ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত জিএস আব্দুল কাশেম পাঠান, ছাত্রলীগ নেতা মামুনুর রশীদ নিপন, মুক্তি মাহমুদ লিটন ও সর্বশেষ রফিক।

এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ও খুনীদের আটকপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন নগর বিএনপির সভাপতি এম নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু, জেলার বিএনপি'র আহবায়ক সৈয়দ ঈসা, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহসভাপতি শফিকুল আলম তুহিন, নগর ছাত্রদল সভাপতি আরিফুজ্জামান অপু প্রমুখ।